করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় মানবিক সহায়তার আদর্শমানের প্রয়োগ

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, মানবিক সহায়তাকারী সংশ্লিষ্ট পক্ষ, স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কীভাবে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকল করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করতে পারেন?

আমাদের দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে স্ফিয়ার ও তার সহ-আদর্শমানসমূহের দিক-নির্দেশনা

অনিশ্চয়তা, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও উদভ্রান্ত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আগে দরকার ভাইরাসের বিস্তার রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। আর এই কাজটি কার্যকরভাবে করতে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নীতি ও কার্যপ্রক্রিয়াগুলো জানা এবং এর সঠিক প্রয়োগ জরুরী।

২০১৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকার ইবোলা সংক্রমণসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মহামারী মোকাবেলার মধ্য দিয়ে মানবিক সহায়তা খাতে মহামারী মোকাবেলায় ইতিমধ্যে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তৈরী করা হয়েছে অনেক ফলপ্রসূ কার্যপ্রক্রিয়া বা ওয়ার্ক মডেল। কোভিড-১৯ দুর্যোগ মোকাবেলায় কাজে লাগতে পারে এমন অনেক কিছু মানবিক সহায়তা সেক্টরে ইতিমধ্যেই তৈরী করা আছে। আপনি সেগুলো সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন।

স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক দুর্যোগ মোকাবেলার এমনই একটি সামগ্রিক বা কম্প্রিহেন্সিভ টুলস। স্ফিয়ার ও হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পার্টনারশিপ (HSP) দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেশ কিছু আদর্শমান ও নির্দেশিকা তৈরী করেছে। সংজ্ঞায়িত করেছে মানবিক সহায়তা দেয়ার ন্যূনতম মান। সকল বিপদাপন্ন ব্যক্তির এই ন্যূনতম মানের সহায়তা লাভের অধিকার আছে। এই হ্যান্ডবুকে দুর্যোগাক্রান্ত মানুষের বেঁচে থাকার এবং আত্মমর্যাদার সাথে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ড বিশেষ করে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের স্বাস্থ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রচার বা প্রমোশন অধ্যায়, কোভিড-১৯ এর মত জরুরী জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি তথা মহামারীর ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহার্য।

একই ভাবে আমাদের সহ-আদর্শমান সমূহ যথা – **কোর হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস** বা মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান সমূহ এবং **নগদ সহায়তা**, **বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি**, **জরুরী পরিস্থিতিতে শিক্ষা**, **শিশু সুরক্ষা** এবং **বাজার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের আদর্শমান সমূহ**, যা এইচএসপি-র অংশ।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ডগুলো মানুষের অধিকার, তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার এবং জনসম্পৃক্ত করন বিষয়েও নির্দেশনা দেয়ঃ

ক) **তথ্যঃ** কী ঘটছে তা জানার অধিকার মানুষের আছে। তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে যে দুর্যোগ মোকাবেলায় যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে তাতে তাদের ও তাদের কমিউনিটির সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। মহামারী বিষয়ে স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সহজবোধ্য তথ্য, বিপদের প্রকৃতি এবং তাদের করনীয় বিষয়ে জানার অধিকার সকলের আছে।

খ) **আত্ম-মর্যাদাঃ** মানুষ হিসাবে মানুষের যথাযত মর্যাদা নিশ্চিত করা যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলার মূলভিত্তি। মনে রাখতে হবে মানুষ কেবল মাত্র একটা কেস নয়। এই সময়ে বিপন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই রোগে আক্রান্ত হবার কারণে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন। তারা বৈষম্যের শিকার হতে পারেন এই আশঙ্কায় তাদের অসুস্থতার বিষয়টি সবার কাছ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। তাই সহমর্মিতার সাথে তথ্য দেয়া ও তাদের সঠিক যত্ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

গ) **সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগঃ** যদি আপনি সমাজের মানুষের আস্থা অর্জন করতে চান বা কোনো তথ্য স্পষ্টভাবে সমাজে প্রচার করতে চান এবং সমাজের সকলকে (নারী, শিশু, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও যারা সাধারণত এ ধরনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যান) এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তাহলে প্রথমে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাদের পরিস্থিতি তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতিগুলো অনুধাবন করুন। এতে আপনি বিভিন্ন ভুল তথ্য ও গুজবগুলো বুঝতে পারবেন। ফলে গুজব বা ভুল তথ্য চিহ্নিত করে তা এড়িয়ে যাওয়া আপনার জন্য সহজ হবে।

ঘ) **অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী এবং অন্য** নানাবিধ প্রয়োজনগুলোর কথা ভুলবেন না। করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করতে গিয়ে করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য প্রয়োজন ও চাহিদা ভুলে গেলে চলবে না। এমন কি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা ও প্রয়োজনগুলোও আমাদের মনে রাখতে হবে।

আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে আপনি কীভাবে নিরাপদে ও মর্যাদার (dignified) সেবা দিবেন? পরের পাতাগুলোতে এ বিষয়ে একটি কারিগরি নির্দেশনা (technical guidance) দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত লিঙ্কগুলোর মাধ্যমে আপনি মানবিক সহায়তার বিভিন্ন আদর্শমান সম্পর্কিত অংশে সরাসরি যেতে পারবেন।

আরও জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই মেইলে - info@spherestandards.org
www.spherestandards.org

and

Bangla translation of this guideline is a collaborative work of:

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় মানবিক সহায়তার আদর্শমানের প্রয়োগ

সূচী

১) স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস বা আদর্শমান (পৃষ্ঠা ৩)
২) কোর হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (CHS) বা মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান সমূহ (পৃষ্ঠা ৬)
৩) হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পার্টনারশিপ (HSP) বা মানবিক সহায়তা আদর্শমান অংশীদারিত্ব (পৃষ্ঠা ৭)
৪) নগদ সহায়তা (পৃষ্ঠা ৭)
৫) বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি (পৃষ্ঠা ৮)
৬) জরুরী পরিস্থিতিতে শিক্ষা (পৃষ্ঠা ৯)
৭) শিশু সুরক্ষা (পৃষ্ঠা ১০)
৮) বাজার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের (পৃষ্ঠা ১১)

১) স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস বা আদর্শমান

কারিগরি দিক-নির্দেশনা বা টেকনিক্যাল গাইডেন্সটিকে দু'টি বিভাগে সাজানো হয়েছেঃ

১.১. প্রথম ভাগে রয়েছে, একটি সফল এবং সামগ্রিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা সমূহ, আর

১.২. দ্বিতীয় অংশে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের WASH ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যাপ্টারগুলোতে উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক আদর্শমান এবং দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১. সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি (Holistic approach)

মানবিক কর্মকাণ্ডে স্ফিয়ার একটি সামগ্রিক এবং জনকেন্দ্রিক কর্মপদ্ধতি বা এপ্রোচ এর প্রবর্তন করেছে। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকে রয়েছে তিনটি ফাউন্ডেশন চ্যাপ্টার - **মানবিকতার সনদপত্র, সুরক্ষা নীতিমালা** এবং **মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান**। এই ফাউন্ডেশন চ্যাপ্টারগুলোর আলোকেই পরবর্তি চারটি টেকনিক্যাল চ্যাপ্টার বিস্তৃত হয়েছে। করোনাভাইরাস[১] দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সামগ্রিক উপাদান বা ফ্যাক্টরস: প্রথমতঃ মানুষ কে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, শুধুমাত্র একটি সংখ্যা বা কেইস হিসেবে নয়। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের সকল আলোচনায়, সবার আগে **মানুষের আত্ম-মর্যাদার** বা human dignity গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ বা **কমিউনিটির এনগেজমেন্ট** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তৃতীয়তঃ, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর **অন্যান্য চাহিদার** কথা ভুলে গেলে চলবে না, মনে রাখতে হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবার কথা।

ক) মানবিক আত্ম-মর্যাদা (Human Dignity)

মানবিকতার সনদপত্র (Humanitarian Charter)- এর মূলনীতি সমূহকে সমুন্নত রেখে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করতে হবে। সকল মানুষের **আত্ম-মর্যাদাপূর্ণ** জীবনের অধিকার রয়েছে। মনে রাখতে হবে, সুরক্ষা নীতিমালা এবং মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমানের ভিত্তিই হলো দুর্যোগ মোকাবেলা বা সাড়দানের সকল ক্ষেত্রে জনগণের অন্তর্ভূক্তি ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

করোনাভাইরাস সংক্রমন মোকাবেলা তখনই কার্যকর হবে যখন সকল আক্রান্ত মানুষজনকে স্ক্রিনিং করা যাবে এবং পরীক্ষা করে অসুস্থ পাওয়া গেলে - চিকিৎসা সেবা দেয়া যাবে। চিকিৎসা নিতে যারা দ্বিধান্বিত তাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের কিছু **সমাজিক কুসংস্কারের** কারণে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এই ভয়ে অনেকেই তাদের রোগের কথা প্রকাশ করে না। বিরত থাকেন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করা থেকে, সুস্থ আচরণ এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। এরকম পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের অবস্থা বোঝা এবং যত্নশীল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষা নীতিমালা ১ ও ২ এ পরিস্থিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। এ দুই নীতিতেই মানুষের আত্ম-মর্যাদা, সুরক্ষা এবং সহায়তা পাবার অধিকার নিয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

→ সুরক্ষা নীতি ১: মানুষের নিরাপত্তা, আত্ম-মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করা, অনিষ্টের আশংকা আছে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা, এখানে সুরক্ষা ঝুঁকি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের গুরুত্ব, স্পর্শকাতর তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটি সুরক্ষা পদ্ধতির (যেগুলো জনস্বাস্থ্য উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) পৃষ্ঠপোষকতা করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

→ সুরক্ষা নীতি ২: চাহিদা-ভিত্তিক, বৈষম্যহীন এবং নিরপেক্ষ মানবিক সহায়তার প্রাপ্যতা। এই নীতিতে মানবিক সনদপত্রে উল্লেখিত স্ফিয়ারের তিনটি অধিকারের মধ্যে একটি অধিকারঃ মানবিক সহায়তা পাবার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ) সংঘবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ (Community engagement)

দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি সংক্রামক ব্যাধিছড়ানোর একটি অন্যতম কারণ। করোনা ভাইরাস ড্রপলেটের (droplets) মাধ্যমে ছড়ায়। তাই, এর বিস্তার রোধে হাতের স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ কার্যকর। এক্ষেত্রে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে হাত ধোয়া কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যবিধির প্রসার কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এরকম স্বাস্থ্যবিধির প্রসার কার্যক্রমের সকল যোগাযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে কমিউনিটিকে পুরোপুরি ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আস্থা তৈরি করা খুবই জরুরী।

স্বাস্থ্যবিধি প্রসার অবশ্যই নিয়মিত হাত ধোওয়ার প্রতি জোর দিতে হবে। এছাড়াও করোনাভাইরাস সংক্রমন মোকাবেলা সংক্রান্ত অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয়াবলি যেমন একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার উপরও জোর দিতে হবে।

→ হাত ধোয়া নিয়ে আরও জানতেঃ স্বাস্থ্যবিধির প্রসার আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্যবিধির প্রসার) এবং ১.২ (স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ)

কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস দুর্যোগ সাড়াদান বা রেসপন্স কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত বা বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই, কমিউনিটির বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগের বিস্তার রোধ করতে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ, পরিচিতজনের সাথে সাক্ষাতে করমর্দন কিংবা স্থানীয় বাজারে পশু-পাখি এবং মাছ-মাংস বিক্রয় ও হস্তান্তর ইত্যাদির বিকল্প বের করা। এরকম যে কোনো পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই কমিউনিটির সাথে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। নিজেদের কমিউনিটিতে COVID-19 রোগ প্রতিরোধ করতে কমিউনিটির সকল সদস্যকে উদ্ভাবনী চিন্তা করতে এবং উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করতে হবে। কমিউনিটি আউটরিচ ওয়ার্কার যারা বাইরে কাজ করবেন - আক্রান্ত ব্যক্তি খুঁজবেন বা এরকম অন্যান্য কাজে সরাসরি নিয়োজিত থাকবেন, তাদের অবশ্যই যথাযত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। (আরও দেখুন নিচের স্বাস্থ্য আদর্শমান ২.১.৪)

১ করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ সম্পর্কিত

করোনাভাইরাস, ভাইরাসের একটি বৃহৎ পরিবার। সর্বশেষ আবিষ্কৃত করোনাভাইরাস প্রথম চিহ্নিত হয় চীনের হুবাই অঞ্চল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। মানব শরীর এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে কোভিড-১৯ রোগ হয়। তীব্র সংক্রমণে কোভিড-১৯ এর ফলে নিউমোনিয়া, শ্বাস যন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ, মূত্র তন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া সহ মৃত্যু হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৮১,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই কোভিড-১৯ রোগাক্রান্ত হয়ে।

একইভাবে, কার্যকরী কমিউনিটি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গুজব এবং ভুল তথ্য দ্রুত চিহ্নিত করে তা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। গুজব এবং ভুল তথ্য বিশেষ করে শহর এলাকায় খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই কমিউনিটি ও তার আগ্রহী গ্রুপ যেমন স্কুল, ক্লাব, নারীদের গ্রুপ বা গাড়ি চালক ইত্যাদিকে গুজব এবং ভুল তথ্য চিহ্নিত ও রোধে কাজে লাগানো জরুরী। এক্ষেত্রে পাবলিক স্পেস, মিডিয়া এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাও নেয়া যায়। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা খুব দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারি। শহরাঞ্চলে সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা হাসপাতল সমূহের কার্যক্রম বেশী থাকে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে এইসব বড় হাসপাতালগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সংক্রামক রোগের পূর্বাভাস এবং এমারজেন্সি রেস্পন্স বা জরুরী সাড়াদান কার্যক্রমে তাদের কাজে লাগানো যাবে।

→ কমিউনিটি এনগেজমেন্টের জন্য দেখুন: WASH অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the WASH chapter) এবং WASH আদর্শমান ৬ পরিচিতি: (মহামারীতে WASH ভূমিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা স্থাপন)

→ শহরাঞ্চলের দিক নির্দেশনার জন্য দেখুন: স্ফিয়ার কী? শহরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অংশ (Section on urban settings) এবং WASH অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the WASH chapter) ও স্বাস্থ্য অধ্যায় পরিচিতি (Introduction to the Health chapter)

গ) ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর (community) মানবিক ও অন্যান্য চিকিৎসা চাহিদা

→ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থানকে সুসংহত এবং মানসিক চাপ কমিয়ে তাদের স্বকীয়তাকে সমুন্নত করতে মনোসামাজিক এবং উপশমক (palliative) সেবা ব্যাপক ভূমিকা রাখে, দেখুন: স্বাস্থ্য আদর্শমান ২.৬ এবং ২.৭ (Health standards 2.6 and 2.7.)

স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্য সবগুলো আদর্শমানও করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক। এগুলোর উল্ল্যাখযোগ্য - মাতৃ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ, আঘাত, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য বিষয়াবলী। এসব স্বাস্থ্য সেবা সংক্রমিত ব্যক্তিষ সকলের জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪ সালের ইবোলা মহামারী প্রতিরোধে অনেক স্বাস্থ্য কর্মীকে নিযুক্ত করার ফলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। এর ফলে মাতৃমৃত্যু বেড়ে যায়, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা পরের বছর রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়নি। সেবা বন্ধ করে দেয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঞ্চলগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১.২. চিকিৎসা সাড়াদান (Medical response)

WASH এবং স্বাস্থ্য অধ্যায়গুলিতে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা আছে।

ক) WASH অধ্যায়

দয়া করে স্বাস্থ্যবিধির প্রসার অংশে (Hygiene Promotion section) মূল কর্মসুচি এবং সূচক নিয়ে যে দিকনির্দেনা দেয়া হয়েছে তা ব্যবহার করুন।

→ আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্যবিধির প্রসার) অনুযায়ী পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণ সচেতন থাকবে এবং এগুলি হ্রাস করার জন্য ব্যক্তি, পরিবার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

→ **আদর্শমান ১.২ (স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ)** অনুযায়ী হাইজিন, মানব স্বাস্থ্য, মর্যাদা এবং মানব কল্যাণকে সমর্থন করার জন্য উপযুক্ত উপকরণগুলো ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা পাবে এবং ব্যবহার করতে পারবে।

→ **WASH আদর্শমান ৬ (স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনা বা সেটিংগুলিতে WASH)** অনুযায়ী রোগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময় হতে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যসেবা সেটিংগুলিতে WASH সংক্রমণ রোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম আদর্শমান বজায় রাখতে হবে। এই আদর্শমানটি COVID-19 সাড়াদানে সরাসরি এবং পুরোপুরি ব্যবহার করা উচিত। এটি স্বাস্থ্যবিধির প্রচার এবং কমিউনিটির সাথে কাজ করার বিষয়টিও তুলে ধরে। এই চিত্রটি একটি মহামারী চলাকালীন কমিউনিটি/সমাজ-ভিত্তিক মূল ওয়াশ কর্মসূচি নিয়ে সংক্ষেপে ধারণা দেয়। COVID-19 এর ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমনঃ হাতের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

→ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচির জন্য, সংক্রমক ব্যাধি আদর্শমান ২.১.১ থেকে ২.১.৪ (Communicable diseases standards 2.1.1 to 2.1.4 (নিচে দেখুন)

খ) স্বাস্থ্য অধ্যায় (Health Chapter))

স্বাস্থ্য অধ্যায়টি দু'টি অংশে বিভক্ত: i) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ii) অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা

i) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Health system)

একটি কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে কোন সংকট মোকাবেলায় সকল ধরণের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করতে পারে। এমনকি বড় আকারের কোন রোগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়েও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক, জেলা, কমিউনিটি, পরিবার পর্যন্ত,

সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রাইভেট সেক্টর সকল পর্যায়ের, সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মানবিক সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর দুর্যোগটির প্রভাব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশের পাঁচটি আদর্শমানই সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য। তবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ জোর দিতে হবে:

→ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.১ (স্বাস্থ্য সেবা প্রদান) - Health systems standard 1.1 (Health service delivery): এতে প্রাপ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা, জনগোষ্ঠী পর্যায়ে যত্ন, যথোপযুক্ত ও নিরাপদ সুযোগ-সুবিধা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Infection Prevention and Control - IPC) বিষয়ক নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

→ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.২ (স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীবাহিনী) - Health systems standard 1.2 (Healthcare workforce): এতে অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান সম্পর্কে নির্দেশিকা রয়েছে, যেখানে বিশেষ সাড়া প্রদানের জন্য সেবাদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রতি লক্ষণীয়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

→ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আদর্শমান ১.৩ (অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামে প্রাপ্যতা) - Health systems standard 1.3 (Access to essential medicines and medical devices).

→ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আদর্শমান ১.৫ (স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য) - Health systems standard 1.5 (Health information): এতে রোগ তত্ত্বাবধান বিষয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে; সাথে যুক্ত আছে সংক্রামক ব্যাধির আদর্শমান ২.১.২ (তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান)।

ii) অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা - সংক্রামক রোগ বিষয়ক অধ্যায়

সংক্রামক রোগ অধ্যায়ের চারটি মানই (স্বাস্থ্য মানসমূহ ২.১.১ - ২.১.৪) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ (২.১.১), তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান (২.১.২); রোগ নির্ণয় ও রোগ ব্যবস্থাপনা (২.১.৩), এবং প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান (২.১.৪)। তবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবেঃ

→ মান ২.১.১ (প্রতিরোধ): সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং তথ্যসমূহে জনসাধারণের অভিগম্যতা রয়েছে। এই মান জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার সাথে সংশ্লিষ্ট। মূল করণীয় ২ আতঙ্ক ও গুজব বিষয়ে কাজ অন্তর্ভুক্ত করেছে; এগুলোর সাথে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ও উপলব্ধির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। একই সাথে মূল করণীয় ৪ ও ৫-এ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিষয়ক যে কাজগুলো সেগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে ঝুঁকি নিরূপণ, আন্তঃখাত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ও টিকাদান (যদি পাওয়া যায়, বর্তমানে অনুমোদিত কোন টিকা নেই)।

→ মান ২.১.২ (তত্ত্বাবধান, প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদান): তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থা প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ এবং দ্রুত সাড়াদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই মানকে সার্বিক দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মান ১.৫ (স্বাস্থ্য তথ্য, উপরে দেখুন) এর সংযোগ রয়েছে।

→ মান ২.১.৩ (রোগ নির্ণয় ও সেবা ব্যবস্থাপনা): মূল করণীয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কিত যোগাযোগ ও বার্তা বিনিময় (কেএ ১), প্রমিত রোগ ব্যবস্থাপনা বিধিসমূহ (কেএ ২) এবং পর্যাপ্ত গবেষণাগার এবং রোগ নির্ণয় সক্ষমতা (কেএ ৩)। মানুষের দীর্ঘমেয়াদী সেবাপ্রাপ্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় (কেএ ৪) সেটা নিশ্চত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই সব মানের উল্লেখযোগ্য নির্দেশিকাসমূহ হচ্ছেঃ চিকিৎসা বিধিসমূহ; তীব্র শাসতন্ত্রের সংক্রমণ (তবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ছাড়া অন্য কোন ভাইরাল সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নেই), এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

→ মান ২.১.৪ (প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান): মূল করণীয়তে রয়েছে প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা (কেএ ১); নিয়ন্ত্রণের উপায়াসমূহ (কেএ ২), সরঞ্জাম সরবরাহ এবং সাড়াদানের সক্ষমতা (কেএ ৩) এবং সমন্বয় (কেএ ৪)। নির্দেশিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা; প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ, মারাত্মক কেসের হার বা সিএফআর (এখনও কোভিড-১৯ এর জন্য হিসাব করা হয়েছে ২%), এবং শিশুর যত্ন।

আসুন, শিখনগুলো বিনিময় করি
করোনা ভাইরাসে সাড়াদানের ক্ষেত্রে যেসব চর্চা এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে 'স্ফিয়ার' সেগুলোকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখে এবং প্রচার করে। এই ডকুমেন্ট সম্পর্কে আপনার কোন মন্তব্য থাকলে অথবা কোন সুচর্চা বিনিময় করার থাকলে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, এই ইমেইলেঃ handbook@spherestandards.org

স্ফিয়ার
রুট দ্য ফার্নে, ১৫০ । জেনেভা । সুইজারল্যান্ড
info@spherestandards.org
spherestandards.org

২) কোর হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস বা মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান সমূহ

*করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় মানবিক সহায়তার মূল আদর্শমান (CHS) এর প্রতিটি অঙ্গীকারের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে CHS Alliance একটি ওয়েবপেজ প্রকাশ করেছে। বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে **CHS Alliance এর ওয়েবপেজ** দেখুন।*

বৈশ্বিক মহামারীতে আমাদের সাড়াদানের ক্ষেত্রে CHS এর অঙ্গীকারগুলো কিভাবে পালন করা যায়?

জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী এই সংকট প্রকৃত অর্থেই বৈশ্বিক মাত্রায় পৌঁছে গেছে। ভ্রমণ ও চলাফেরায় নিষেধজ্ঞার এই সময়ে, জাতীয় ও স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সুশীল সমাজ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সকল মানুষেরই বৈষম্যহীনভাবে এবং মর্যাদা ও সম্মানের সাথে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা পাওয়ার সমান সুযোগ থাকতে হবে।

এই বৈশ্বিক মহামারীতে সাড়াদানের ক্ষেত্রে CHS এর অঙ্গীকারসমূহের প্রাসঙ্গিকতা হলোঃ

- অঙ্গীকার ১: মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক কোভিড ১৯ সবচেয়ে নাজুক মানুষের ঝুঁকি ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে। সমাজের সব ধরনের মানুষের নানামুখী চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই দুর্যোগের সাড়দান পরিকল্পনা করা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

- অঙ্গীকার ২: যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা কোভিড-১৯-এ সাড়াদানের জন্য দ্রুত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ত্বরিত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। এরকম পরিস্থিতিতে নমনীয়তা এবং অভিযোজ্যতার প্রয়োজনীয়তা আরো জোরদার হয়।

- অঙ্গীকার ৩: মানবিক সহায়তা স্থানীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করে কোভিড-১৯ এর কারণে সহায়তা কর্মীদের চলাফেরা এবং আন্তর্জাতিক কর্মীদের প্রত্যাবাসনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হচ্ছে। ফলে ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর অবদান আরো বৃদ্ধি পাবে। মানব-আচরণের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এখনো অজানা, তবে এই মহামারী এমন কিছু পরিবর্তন ও সামাজিক বিঘ্ন ঘটাবে যার ফলে যৌন শোষণ এবং অন্যায় সুবিধা গ্রহণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। বৃদ্ধি পেতে পারে জনসাধারণের নিরাপত্তা, প্রতারণা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক তৎপরতা। তাই, সম্ভাব্য নেতিবাচক আচরণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

- অঙ্গীকার ৪: যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং মতামত নির্ভর মানবিক সহায়তা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফল হতে হলে এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধানগুলো মানুষকে বোঝতে হবে, সম্মান করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। যোগাযোগ যেহেতু সংকটপূর্ণ তাই জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিগুলো (যেমনঃ দলীয় আলোচনা, মুখোমুখি সভা) প্রয়োগে আপোষ করতে হচ্ছে। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সামাজিক নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন প্রয়োজন।

- অঙ্গীকার ৬: মানবিক সহায়তা সমন্বতি এবং সম্পূরক সম্পদের অপ্রতুলতা মেটাতে কোভিড-১৯ এর সাড়াদান হতে হবে সম্মিলিত ও সমন্বিত।

- অঙ্গীকার ৮: সক্রিয় দ্বায়িত্ব পালনে কর্মীদের সহযোগিতা করতে হবে, তাদের প্রতি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে সকলেই বৈশ্বিক এই মহামারীর ঝুঁকিতে রয়েছেন। কোভিড-১৯ সাড়াদান কার্যক্রমে নিয়োজিতরা থাকবেন বাড়তি চাপের মধ্যে।

আরো তথ্যের জন্য CHS Alliance এর পলিসি, অ্যাডভোকেসি ও লার্নিং এর প্রধান Bonaventure Gbétoho Sokpoh এর সাথে **bsokpoh@chsalliance.org** ইমেইলে যোগাযোগ করুন। ভিজিট করুন ওয়েবসাইট **corehumanitarianstandard.org**

৩) হিউমেনিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পার্টনারশিপ (মানবিক সহায়তা আদর্শমানের অংশীদারিত্ব)

স্ফিয়ার, আরো ছয়টি মানবিক সহায়তার আদর্শমানকে সঙ্গে নিয়ে **Humanitarian Standards Partnership (HSP)** বা মানবিক সহায়তা আদর্শমানের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অংশিদারিত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবিক কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল সেক্টরে প্রচলিত গুণগত মান ও জবাবদিহীতার উৎকর্ষ সাধন করা এবং আদর্শমান নিশ্চিত করতে এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি সমন্বিত পন্থার প্রচলন করা।
সাতটি সহযোগী আদর্শমান যার সমন্বয়ে HSP প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো:

- **স্ফিয়ার স্ট্যান্ডার্ড** (স্ফিয়ার)
- **মানবিক কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান/CPMS** (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষা জোট)
- **জরুরি প্রাণিসম্পদ নির্দেশিকা এবং মানসমূহ** (LEGS)
- **অর্থনৈতিক পূনঃগঠনের ন্যূনতম মানসমূহ/MERS** (SEEP নেটওয়ার্ক)
- **শিক্ষার ন্যূনতম মানসমূহ** (জরুরী পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ক আন্তঃ সংস্থা নেটওয়ার্ক/INEE)
- **বাজার বিশ্লেষনের ন্যূনতম মান/MISMA** (ক্যাশ লার্নিং পার্টনারশিপ/CaLP)
- **মানবিক সহায়তায় বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তির আদর্শমান** (HelpAge International, Age and Disability Capacity Program/ADCAP)

নিচের পৃষ্ঠাসমূহে সংশ্লিষ্ট আদর্শমান সম্পর্কিত আরো কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

CaLP
The Cash Learning Partnership

৪) নগদ সহায়তা

কোভিড-১৯ সাড়াদান বিষয়ে Cash Learning Partnership (CaLP) এর একটি নির্দিষ্ট ওয়েব-পেজ রয়েছে।

দিক নির্দেশনা এবং বিবিধ সংস্থান
→ চাইলে এই লিংকে আপনার লব্ধ-শিক্ষা, জ্ঞান অথবা প্রশ্ন শেয়ার করতে পারেন।

COVID-19 and Cash and Voucher Assistance (CVA) guidance- লিংকটিতে মূল বক্তব্যগুলো সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া আছে। নতুন তথ্য সংযুক্ত করে CaLP প্রতিনিয়ত এটি আপডেট করে থাকে।

কোভিড (COVID-19) ও সিভিএ (CVA) নির্দেশিকা এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা দেয়া - কোভিড পরিস্থিতি বুঝতে এবং সংস্থার কাজে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে। সংস্থা যে প্রেক্ষাপটে কাজ করে শেখানে সিভিএ প্রযোজ্য কিনা সেটা বোঝা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ কর্মসম্পাদনের জন্য, প্রোগ্রাম সাইকেলের প্রতিটি পর্যায়ে বিবেচ্য বিষয়াবলী জানানো।

আসন্ন অনুষ্ঠান সূচী
ওয়েবপেজটিতে আসন্ন webinars, panel discussions ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ঘোষণা ও সময় সূচী দেয়া থাকে

সর্বশেষ
এই ওয়েবপেজটিতে CaLP এর সদস্যদের তৈরি নির্দেশিকা ও দলিল এর তালিকা রয়েছে।

আরো তথ্যের জন্য **Alice Golay** এর সাথে agolay@cashlearning.org ইমেইলে যোগাযোগ করুন এবং https://www.calpnetwork.org/ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ADCAP
Age & Disability Capacity

৫) বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি

এই কোভিড-১৯ নির্দেশনার সহায়ক হিসেবে HelpAge মুলবার্তা তৈরি করেছে।

স্ফিয়ারের নির্দেশনাসমূহ পরিপূরণ করতে, মনে রাখতে হবে বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কেউ যেন বাদ না যায়। এতদসংক্রান্ত **Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities** নির্দেশনায় নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে:

- দুর্যোগপূর্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বয়স্ক, প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি এবং/বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিগণ অধিকতর ঝুঁকি ও উদ্বেগপূর্ণ পরিণতির শিকার হন।
- উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ সময়ই বয়স্ক, প্রতিবন্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ি ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঝুঁকিতে থাকেন। প্রায় সময়ই তাদেরকে মানবিক সহায়তা কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না।
- মানবিক সহায়তা থেকে বাদ পড়া বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিগণের পক্ষে নিজেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমন থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া কঠিন হয়ে পরে।
- কোভিড-১৯ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলে না, তাদের স্বনির্ভরতাকেও খর্ব করে।

মানবিক সহায়তা কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং মূলধারার করতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী দরকারী ভুমিকা পালন করে

পানি সরবরাহ, পয়োনিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধির প্রসার (WaSH) এর কার্যক্রমগুলিতে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণে মূলবার্তা

- পানি, পয়োনিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সরবরাহ (WASH Supplies): বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের দৈনন্দিন পানি ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি চর্চার ভিত্তিতে তাদের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সরবরাহ ব্যাবস্থার পাশাপাশি তাদের জন্য বিকল্প সরবরাহও বিবেচনায় রাখতে হবে, যেমন, সহজে বহনযোগ্য ছোট পানির পাত্র, সহজে বহনযোগয পর্দা/পার্টিশন যা ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সময় তাদেরকে আড়াল করবে ও গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং উপযোগী স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার জন্য মূত্র নিস্কাশনযন্ত্র।
- তথ্যের সহজলভ্যতা (Accessible Information): ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা উদ্বুদ্ধকরণ এবং পানি, পয়োনিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি, সহজবোধ্য ভাষায়, বিভিন্ন আঙ্গিকের বিস্তৃত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণা চালাতে হবে (অন্তর্ভূক্তিকরণের মূল আদর্শমান ২, মূল করনীয় ২.১, তথ্য প্রতিবন্ধকতা নির্দেশনা টীকা দেখুন)।
- পৌছানোর কৌশল (Outreach): বিতরণ কেন্দ্রেগুলোকে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিগণের গমন উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি যে সকল বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিগণ বিতরণ কেন্দ্রে পৌছাতে অক্ষম কিংবা পৌছাতে বাধার মুখোমুখি হন তাদের কাছে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যেমন, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে সেবা/মালামাল সরবরাহ করা।
- স্বাস্থ্যবিধি পালন উদ্বুদ্ধকরণ (Hygiene Promotion): সকল সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি মানুষদের সামর্থ্য ও ব্যবহারের বিষয়গুলি বিবেচনায় এনে যথার্থ, প্রবেশগম্য ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ তথ্যসমূহ প্রচার করতে হবে।

স্বাস্থ্য (Health) সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলিতে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণের মূল বার্তাসমূহ

- ম্যাপিং (Mapping): স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী স্থাপনাগুলো চিহ্নিত করুন এবং সেগুলো পরিদর্শনপূর্বক বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ সনাক্ত করুন।
- দুর্গম জনগোষ্ঠী (People who are hard to reach): জনগনের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সহজে পৌঁছানো যায় না এমন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে, যেমন, যারা তাদের বাড়ির বাইরে বের হতে পারেন না এবং যারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা পর্যন্ত পোঁছাকে অক্ষম।
- স্বাস্থ্যবেরা প্রদানকারী সংস্থা (Hygiene Institutional Care): স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করুন, যেমন, মানসিক হাসপাতাল ও সেবাকেন্দ্রসমূহ যাতে সেখানে অবস্থানরত রোগীরা তাদের প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন কিনা- তা মূল্যায়ন করা যায়। এই সেবাদানকরী সংস্থাগুলোতে যদি অপর্যাপ্ত কর্মী থাকেন (যেমন - জরুরী অবস্থার সময় অনেক কর্মী নিজ নিজ দ্বায়িত্ব ত্যাগ করেন) সেক্ষেত্রে অন্যান্য সেবাসংস্থা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে সেবাকর্মী নিয়ে স্বাস্থ্যপরিসেবা নিশ্চিতকল্পে নিয়োজিত করুন।
- পর্যবেক্ষণ প্রবেশগম্যতা (Monitoring access): স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন এমন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সংখ্যা নিয়মিত মনিটর বা পর্যবেক্ষন করতে হবে। তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কি ধরণের আবশ্যকীয় চিকিৎসা তারা নেন, কি ওষুধ সেবন করছেন, তাদের কোন ধরনের চিকিৎসা উপকরণ দরকার হয় এবং কি ধরনের সাহায্যকারী উপকরণে (assistive products) তারা নির্ভর করেন।

আরো তথ্যের জন্য HelpAge International এর Global Disability Advisor, **Diana Hiscock** এর সাথে diana.hiscock@helpage.org ইমেইলে যোগাযোগ করুন। আরো জানতে www.helpage.org/adcap ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

Inter-agency Network for Education in Emergencies

৬) জরুরী পরিস্থিতিতে শিক্ষা

The Interagency Network for Education in Emergency (INEE) তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং সঙ্কলন করে একটি তথ্য তালিকা তৈরি করেছে। দূর শিক্ষণ, বিকল্প শিক্ষণ, ই-লার্নিং এবং মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ে প্রধান্য দিয়ে করোনা সংক্রমিত অঞ্চল সমূহে শিক্ষা ব্যাবস্থাকে চলমান রাখতে এই তথ্য তালিকা সহায়তা করবে।

INEE-এর সকল নির্দেশনা বা গাইডেন্স দ্বারা অনুসমর্থিত মৌলিক আদর্শমান এবং উপরি বর্নিত সামগ্রিক পন্থার (holistic approach) রূপরেখা অনুযায়ী INEE ন্যূনতম আদর্শমান সমূহের প্রাসঙ্গিক অংশের ব্যবহার সম্পর্কিত পরামর্শ নিম্নরূপঃ

প্রবেশগম্যতা এবং শিক্ষা পরিবেশ, INEE ন্যূনতম আদর্শমান ডোমেইন ২

শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বা access, অপরিহার্য্য এই অধিকার তথা সম্পদ সংকট কালে অত্যন্ত সীমিত হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামলে সংকটে পতিত মানুষদের জীবন স্বাভাবিক করতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা জীবন রক্ষাকারী জ্ঞান ও টিকে থাকার দক্ষতা শিখায়, পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার মান ও ন্যয্যতা বৃদ্ধি করে।

ডোমেইন ২, আদর্শমান ১: সকলের জন্য সমান প্রবেশগম্যতা

মানসম্পন্ন এবং সংগতিপূর্ণ শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেকের আছে।

মূল কার্যাবলী

- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণের জন্য বিস্তৃত পরিসরে **নমনীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক** শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (নির্দেশিকা ৩, ৪, ৫ দেখুন)
- ন্যায্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য **পর্যাপ্ত সম্পদ** ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)
- সংকটপূর্ন অবস্থা কেটে যাবার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ বা পূনঃ প্রবেশের সুযোগ** রাখতে হবে।

সুরক্ষা ও কল্যাণ

ডোমেইন ২, আদর্শমান ২: সুরক্ষা ও কল্যাণ

- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা এবং **মনোসামাজিক কল্যাণে** উৎসাহব্যাঞ্জক সুরক্ষিত এবং নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মূল কার্যাবলী

- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণ এমন দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করবেন যেন সহযোগীতা মূলক শিক্ষা পরিবেশ তৈরির এবং শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক উন্নয়নে তা সহায়ক হয় (নির্দেশিকা ২, ৩, ৮ দেখুন)

স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি

ডোমেইন ২, আদর্শমান ৩: সুযোগসুবিধা ও সেবাসমূহ

- শিক্ষার সুযোগ সুবিধাসমূহ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনোসামাজিক অবস্থা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

মূল কার্যাবলী

- শিক্ষা পরিবেশে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য এবং **পরিচ্ছন্নতার** শিক্ষা প্রণোদনা থাকতে হবে (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)। ফলপ্রসূ শিখন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুধা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিদ্যালয় ভিত্তিক **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি** সেবা চালু করতে হবে (নির্দেশিকা ৭ দেখুন)।
- বিদ্যালয় এবং শিক্ষার স্থান সবসময়ই শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক এবং মনোসামাজিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)

INEE ন্যূনতম আদর্শমান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বা অন্য যেকোন **দক্ষতা উন্নয়ন** বিষয়ক প্রয়োজনসহ এর প্রয়োগ ও **প্রাসঙ্গিকিকরণ (contextualization)** বিষয়ক নির্দেশনার জন্য Natalie Brackett এর সাথে minimumstandards@inee.org মেইলে যোগাযোগ করুন এবং inee.org সাইটটি ভিজিট করুন

THE ALLIANCE FOR CHILD PROTECTION IN HUMANITARIAN ACTION

৭) শিশু সুরক্ষা

কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক ব্যাধি শিশুর বৃদ্ধি ও উন্নয়নের পরিবেশকে নষ্ট করে। শিশু এবং তার পরিচর্যাকারীর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ছাড়াও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাঁধা শিশুর প্রতি নিপিড়ন, অবহেলা, শোষণ ও হিংস্রতা এর ঝুঁকি বহুগুনে বাড়িয়ে তোলে। এই কোভিড-১৯ এর সংকটপূর্ন পরিস্থিতিতে শিশুর নিরাপত্তা রক্ষা ও তার পরিবারের কল্যানার্থে মানবিক কর্মকান্ডের অধীনে 2019 Minimum Standards for Child Protection কিছু আবশ্যিক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মানবিক ও শিশু সুরক্ষায় কর্মরত সকলের এই কোভিড-১৯ এর সঙ্কট কালে শিশুর, তার পরিবার এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা উচিৎ। গুরুত্বের সাথে মাথায় রাখতে হবে যে,কোভিড-১৯ এর এই সংকটকালে শিশুর সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শিশুর সুরক্ষায় সাড়াদান কার্যক্রম এবং অন্যান্য সকল সেক্টরের সম্মিলিত সহযোগিতা আবশ্যক।

শিশু সুরক্ষায় মূল ঝুঁকিঃ **Key Child Protection Risks**

এই রোগের কারনে উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে শিশু তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন হতে পারে বা তার পিতামাতা ও তত্ত্বাবধায়ক কে হারাতে পারে (আদর্শমান ১৩), শিশু মনোসামাজিক মর্মপীড়ায় আক্রান্ত হতে পারে (আদর্শমান ১০) এবং শিক্ষা ও সুরক্ষা সেবা প্রাপ্তি অপ্রতুল হতে পারে। শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক এই সময় এত বেশি মানিসিক চাপের মধ্যে থাকে যে তখন শিশুর সাথে শারীরিক ও মানসিক অসদাচরন এর পরিমাণ বেড়ে যায় (আদর্শমান ৮). এই সময় কিছু অভিভাবক তাদের স্বাভাবিক পেশা হারিয়ে ফেলতে পারে, এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার বেচে থাকার জন্য শেষ অবলম্বন হিসেবে শিশুকে শিশুশ্রমে (আদর্শমান ১২) অথবা বাল্যবিবাহ (আদর্শমান ৯) বাধ্য করে। সীমিত দেখভাল ও বিচ্ছিন থাকার কারনে শিশুর প্রতি হয়ে যাওয়া জুলুমের তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পরে। শিশুর প্রতি ঘটে যাওয়া হিংস্রতা, অপব্যবহার, শোষণ, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এর পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুযোগসুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শিশু সুরক্ষায় সাড়াদান – **মুল কৌশল - Key Strategies for Child Protection Response**

কোভিড-১৯ এর কারণে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে শিশু, পরিবার, জনগোষ্ঠী ও সমাজ সকলকে একযোগে কাজ জরতে হবে। এসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন কর্মকান্ড সমুহ হলঃ

- এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে শিশুর উপর ঘটে যাওয়া সহিংসতা সনাক্ত, উপযুক্ত জায়গায় চিকিৎসা সহযোগিতা ও সাড়াদান করা যায় এবং তার জন্য সামাজিক প্রতিবেদন, হেল্প লাইন, ফোন এবং অনলাইন পদ্ধতির মত এমন কিছু বিকল্প পদ্ধতি সনাক্ত ও বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে তা দুরত্ব বজায় রেখেও করা সম্ভব (আদর্শমান ১৮ দেখুন)।
- শিশুকে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ফোন এবং দূরত্ব বজায় রেখে যোগাযোগ করা যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে (শিশু কল্যাণ বিষয়খ গ্রূপ কর্মকান্ড আদর্শমান ১৫ দেখুন) ।
- বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পরিবার ভিত্তিক শিশুর সুরক্ষা ব্যবস্থা কে শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সকল শিশুরা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে তাদের পরিবারের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে (বিকল্প যত্ন আদর্শমান ১৯ দেখুন)।

বিভিন্ন সেক্টরে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অগ্রাধিকারমুলক কর্মকান্ড

একটি বহুমুখি শিশুসুরক্ষা সংবেদনশীল সাড়াদান কর্মকান্ড শিশু এবং তার পরিবাবের উপর ঘটে যাওয়া অতিরিক্ত ক্ষতি এবং ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে,তাদের সার্বিক চাহিদা কেও নিশ্চিত করে উত্তম ফলাফলের দিকে পরিচালনা করে। স্বাস্থ্য (আদর্শমান ২৪), পানি পয়োনিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (আদর্শমান ২৬), শিক্ষা (আদর্শমান ২৩) এবং পুষ্টি (আদর্শমান ২৫) বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এবং তাদের সাড়াদান কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি নিরসন মুলক কাজের ক্ষেত্রে সিপিএমএস এর গুনগত মান বজায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে যে সকল কাজ অগ্রাধিকার পাবেঃ

- স্বচ্ছ শিশুবান্ধব আগমন ও বহির্গমন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করলে শিশু তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন হবার সম্ভাবনা কমে যায়।
- শিশু সুরক্ষা প্রদানকারী ব্যাক্তিদের সহযোগীতা নিলে সেবাগ্রহনকারী শিশুর মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- স্বাস্থ্যব্যাবস্থায় শিশুসুরক্ষা পদ্ধতিকে শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিশুবান্ধব মতামত ও অভিযোগ পদ্ধতি কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিশু সুরক্ষা এবং COVID 19 সংক্রান্ত আরো তথ্যের জন্য টেকনিকেল নোট: Protection of Children during Coronavirus Pandemic দেখুন। 2019 CPMS সম্বন্ধে আরো জানতে Alliance website ওয়েবসাইট দেখুন অথবা cpms.wg@alliancecpha.org মেইলে যোগাযোগ করুন।

৮) বাজার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

এই নির্দেশিকাটি SEEP Network দ্বারা প্রণীত।
পুরো নির্দেশিকাটি অনলাইন **Minimum Economic Recovery Standards** -এ পাওয়া যাবে

মানুষের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় বাজার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বাজারে মানুষ একে ওপরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে, মিলিত হয়, মালামাল বেচা-কেনা করে। কোভিড -১৯ মানুষের স্বাভাবিক কর্মকান্ড এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাঘাত ঘটায়। এরকম পরিস্থিতিতে করণীয় কী তা জানতে **Minimum Economic Recovery Standards** লিংকটি দেখা যেতে পারে। বর্তমানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা থাকায় **Assessment & analysis standards** পুনর্বিবেচনা করার, এবং আদর্শমান ১ অনুযায়ি ভবিষ্যতের বাজার মূল্যায়ন করার উপযুক্ত সময় (যদিও অন্যত্র কি ঘটছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা বাজারের উপর প্রভাব এখনই অনুমান করা শুরু করে দিয়েছি)। যহেতু এটি একটি সর্বদা পরর্বিতনশীল সংকট, তাই এর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য **Assessment & analysis standards** এর **আদর্শমান ৬** দেখুন।

ছোট ছোট ব্যবসার ভিত্তিই হলো ক্রেতা-বিক্রেতার সরাসরি সম্মুখ লেনদেন, সামাজিক দূরত্বের ফলে ছোট ব্যবসায়ীদের ক্রেতা ও আয় কমে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। এর প্রভাব পড়বে খাদ্য নিরাপত্তা ও ভাইরাস প্রতিরোধের মৌলিক চাহিদা যেমন পরিষ্কার পানি, পরিষ্কার করার উপকরণ ইত্যদির উপর। প্রাথমিক বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (আদর্শমান ২) ও প্রয়োগের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা পেতে এবং প্রচলতি বাজার ব্যবস্থাপকদের (আদর্শমান ৪) সাথে কাজ করার জন্য **Enterprise and Market System Development Standards** দেখুন। উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে কিভাবে ক্রেতার কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা নিরাপদে ও নূন্যতম মুল্যে পৌছানো যায় তা বের করতে প্রচলিত বাজার ব্যাবস্থাকে সাহায্য করুন (আদর্শমান ৫)। চলমান সংকটে অথবা সংকট পরবর্তি সময়ে ব্যবসায় মন্দা হত্যে পারে যার প্রভাব কর্মসংস্থান ও চাকুরীর উপর পড়বে। এ সময়ে শোভন ও টেকসই কর্মসংস্থান সম্পর্কে করনীয় জানতে **কর্মসংস্থানের আদর্শমান (Employment Standards)** পর্যালোচনা করুন। **অর্থিক সেবার আদর্শমান (Financial Services Standards)** অনুযায়ী অর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন এমএফআই ও ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন যারা গ্রাহকের কাছ থেকে ঋণ ফেরত পেতে সমস্যায় পড়ছেন (ইতোঃমধ্যে ব্যাংক বন্ধকী ঋণ আদায় তিন মাস পিছিয়ে দিয়েছেন)। মনে রাখতে হবে, অর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেরাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (উল্লেখ্য, কিছু মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর মোবাইল টাকা লেনদেন উৎসাহিত করার জন্য খরচ কমিয়ে আনছে)। **সম্পদ বন্টন আদর্শমান (Asset Distribution Standards)** অনুযায়ী বিদ্যমান সম্পত্তি রক্ষার উপায় বের করতে হবে যেনো লাভজনক সম্পত্তি চিকিৎসা খরচ বাবদ বা কম আয়ের কারণে বিক্রি করতে না হয়। সম্পদ বিতরণ বা সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হন, কিংবা মজুদদারি, অতিমুনাফা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বাজার সরবরাহ সচল ও নির্ভিঘ্ন রাখতে, বিকল্প ও নতুন উপায় খুঁজে পেতে, আদর্শমান ৪ বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় বাজার নির্ধারক ও সরকারের সাথে কাজ করুন।

করোনাভাইরাস বয়স্ক ও দীর্ঘদিন রোগে ভোগা মানুষের শুধু অসুস্থতার ঝুঁকিই বাড়চ্ছে না বরং আইসোলেশনে থাকা অবস্থায় তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহনেও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। এরকম প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের যথাযত চাহিদা নির্নয় করে সহযোগীতা নিশ্চিত করতে Cross Cutting themes যথা জেন্ডার (বিশেষত নারী যারা প্রধান সেবাদাত্রী), প্রতিবন্ধী ও সুরক্ষার বিষয়গুলি মূল ভূমিকা পালন।

পরিশেষে **মূল আদর্শমান (Core Standards)** এ আলোকপাত করুন; গৃহীত যেকোন পদক্ষেপ যেনো মানবিক সহায়তার মুল আদর্শমানের সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের নূন্যতম দায়িত্বগুলো পূরণ করে।

আরও তথ্যের জন্য Sonya Salanti এর সাথে **salanti@seepnetwork.org** মেইলে যোগাযোগ করুন অথবা **www.mershandbook.org** ওয়েবপেজ ভিজিট করুন।